তারিখ 20 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব

সম্পাদক সমীপে

শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা বেসরকারী শিক্ষক সমাজ ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি যে, বর্তমান সরকার সারা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সংখ্যা নির্নয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ৩ সদস্যবিশিষ্ট ২৩টি টিম সারা বাংলাদেশে (৬,০০০) ছয় হাজার; বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরর উপর 'ক্লাশ প্রোগ্রাম-২০০৯' নামে গত জুন/০৯ থেকে এক শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছে এবং তা এখন প্রায় শেষ হওয়ার পথে। আবার এ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকগণকে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওই সব প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা এবং প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নামের তালিকা জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে অচিরেই শিক্ষক সমাজ তথা দেশবাসীকে জানানো হবে। তাই ওই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আমরা সচেতন ও অভিজ্ঞ শিক্ষক সমাজ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি আমাদের এ দাবীও যে, সারা দেশে বেসরকারী কলেজে যেসব অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ২৪/১০/৯৫ ইং তারিখের পরে বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়োগ পেয়ে অর্থাৎ ৩ বছরের সহকারী অধ্যাপকের অভিজ্ঞতাসহ ১২ থেকে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা না নিয়ে ডিজি অফিসে ঘুষ দিয়ে অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছিলো, সেসব কলেজসহ তাদের নামের তালিকা জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজকে অনতিবিলম্বে জানানো হোক। অন্যথায় আপানার ওই ক্যাশ প্রোগ্রামের শুদ্ধি অভিযানকে একপেশে নীতি যা বৈষম্যমূলক হয়েছে বলে শিক্ষক সমাজের কাছে শুভঙ্করের ফাঁকি হিসেবে কঠিনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং যা শিক্ষক সমাজের কাছে একচোখে নীতি হিসেবে আপনি আজীবন কলঙ্কিত হয়ে থাকবেন।

বিভিন্ন বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও উপধ্যক্ষের পক্ষে–

মোঃ হারুন-অর-রশিদ, অধ্যক্ষ,
উপশহর মহিলা ডিগ্রী কলেজ।